গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতি ঃ জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।
সভার তারিখ ঃ ০৭/১০/২০১৫ খ্রিঃ
সভার সময় ঃ বেলা ১২.০০টা।
সভার স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপসচিব (সম-২) কর্তৃক গত সভার কার্যবিবরনী সভায় পাঠ করে শুনানো হয় যা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র. নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ/কর্তৃপক্ষ
১.	পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো ভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।	গত সভায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন যেটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল সেটি কিছু নির্দেশনাসহ ফেরৎ এসেছে। এর পরে কোন অগ্রগতি জানা যায় নাই। যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	ভূমি বিরোধ কমিশন আইনটি বাস্তবে রূপদান সহ ভূমি কমিশনকে কার্যকর করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে যুগ্ম-সচিব সমন্বয় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন।	ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। যুগ্মসচিব (সমন্বয়), পাচবিম;
২.	তিন পার্বত্য জেলায় প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন, আবাসিক স্কুল নির্মাণ এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরী করা যাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	১) ইউএনডিপির ২২৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে জাতীয়করণের জন্য ২১০টি বিদ্যালয়ের বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শণপূর্বক ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী অফিসারকে আহ্বায়ক করে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের সমন্বয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত ১৩/০৭/২০১৫ তারিখের সভায়	১) তিন পার্বত্য জেলায় ১১৬টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের, ২১৭টি জরাজীর্ণ স্কুল মেরামতের ও ১৩১টি বেসরকারি স্কুল জাতীয় করণের এবং ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ করবেন। ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত	(১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ।

		কমিটি গঠিত হয়। এ বিষয়ে এবং অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোর বিষয়ে কোন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	স্কুলগুলো জাতীয়করণের বিষয়ে সত্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে তিন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়।	
		২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত খাগড়াছড়ি জেলার ০৩টি বান্দরবানের ০৪টি ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি সহ মোট ১১টি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের জন্য উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।তবে কোন অগ্রগতি জানা যায়নি।	২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত খাগড়াছড়ি জেলার ০৩টি বান্দরবানের ০৪টি ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি সহ মোট ১১টি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে অগ্রগতি প্রতিবেদন দিবেন।	২)প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;
		৩) খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ জানান, তিন পার্বত্য জেলায় নতুনভাবে নির্মিত আবাসিক বিদ্যালয়/ছাত্রাবাস সমূহের কার্যক্রম এখনও জেলা পরিষদ বা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক চালু করা হয়নি। তিনটি আবাসিক বিদ্যালয় চালু করতে প্রায় ০৪ কোটি টাকা প্রয়োজন। খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলের স্বল্পতা হেতু আবাসিক বিদ্যালয়/ছাত্রাবাসের কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না।	৩) খাগড়াছড়ি জেলায় নির্মিত তিনটি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত বান্দরবান জেলার ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি করে আবাসিক ছাত্রাবাস যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে জেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে ঐগুলি পরিচালনার বিষয়টি আবারও ভালভাবে খতিয়ে দেখার জন্য খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়।	৩) চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।
৩.	তিন জেলায় কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন,	১)চলমান ক্লিনিকগুলো সুষ্ঠুভাবে কার্যকর রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বলে জানা যায়।	১। চলমান ক্লিনিকগুলো চালু রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।	(১) সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান;
		২) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে খাগড়াছড়ি জেলায় যে সমস্ত কমিউনিটি ক্লিনিকের কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি তার একটি তালিকা চাওয়া হয়েছে। সিইও খাগড়াছড়ি জানান, তালিকা প্রেরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন।	২) প্রস্তাবিত ও নির্মাণাধীন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো দ্রুত নির্মাণপূর্বক চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব উন্নয়ন ও তিন জেলার	(২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; সিভিল সার্জন , রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা ।

		বান্দরবান সিইও জানান ১০৩টি প্রস্তাবিত ক্লিনিকের মধ্যে ৬৭টি চালু আছে, ১২টি নির্মাণাধীন এবং অবশিষ্টগুলোর প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। এ বিষয়ে রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ থেকে কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	সিভিল সার্জন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে আগামী সভায় অগ্রগতি প্রতিবেদন দিবেন।	
৪.	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, খাদ্যাভাব দ্রুত দূরীকরণের জন্য অর্থকরী ফসল কমলালেবু, লেবুসহ সব ধরণের ফল, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতে হবে।	১) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায়ের আওতায় এলজিইডি পার্বত্য অঞ্চলের রাস্তা নির্মাণ করছে। জাইকার অর্থায়নে সড়ক বিভাগের আওতায় পার্বত্য জেলাসমূহের পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের কাজ চলছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন জেলা পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার পরিষদের মাধ্যমেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অব্যাহত আছে।	১) আলোচ্য কার্যক্রমগুলো চালু রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়।	(১)ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন),পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ।
		২)পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৫৪০.৩২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৫-২০১৬ মেয়াদে ''পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে জুন'২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৯৪.৬৪ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৬১%।২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পাচবিম কর্তৃক ৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ বরাদ্দের মাধ্যমে ২০০ পরিবারকে ৬০০ একর বাগান সৃজনে সহযোগিতা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(২)কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্পটি ২০০৮-১৬ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পাচউবোকে অনুরোধ করা হয়।	(২)ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড;
		৩) খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) বান্দরবানের থানচি উপজেলায় ও রাঙ্গামাটির সাজেক ইউনিয়নে 'Increased food and nutrition Security in remote areas of CHT through resilience building Measures' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ বিষয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রকল্পের	(৩) প্রকল্পটির কার্যক্রম আগামী ডিসেম্বরে শেষ হবে। আলোচ্য প্রকল্পে কি কাজ হয়েছে তা বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ হতে অবলোকন করা যেতে পারে।	(৩)যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান জেলা পরিষদ।